কিন্তু

সুব্রত হালদার

ছবি: সৌরীশ মিত্র

বিরাট কাচের দরজাটার সামনে গিয়ে মলয় থমকে দাঁড়াল। পুরু কাচের দরজা, ঝকঝকে পরিষ্কার। ডানদিকের হাতলটা ও তার নীচে ছোট করে পুশ লেখাটা না থাকলে দরজা বলে বোঝাই যেত না। দরজার ওপাশে আনুমানিক বিশ বাই পনেরো মাপের একটা ঘর। ডানদিকে ছোট অথচ সুন্দর করে সাজানো অর্ধগোলাকৃতির রিসেপশন। সেখানে সুন্দরী এক ভদ্রমহিলা বসে ডেস্ক-এ রাখা কম্পিউটারে কিছু একটা কাজ করছেন। একটু দূরে ওভাল শেপের একটা কাচের টেবিল। টেবিলের একপাশে একটা দামি সোফা, বেশ লম্বা। অন্যদিকে কয়েকটা নীল রঙের শৌখিন চেয়ার পাতা। সোফাতে যারা বসে তাদের সকলকেই মলয় চেনে, ওর সহপাঠী। বাঁ-দিক থেকে প্রথমে বসে কৃষ্ণেন্দু, তারপর সৌরভ, গোপা, পলা, শ্যামল ও সুকুমার। ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, মলয়কে এখনও খেয়াল করেনি। মলয় কাচের দরজার হাতলটা ধরে আস্তে ঠেলা দিল। একটা ঠান্ডা হাওয়ার হলকা এসে ওর ঘামে ভেজা শরীরটা ঠান্ডা করে দিল।

এতক্ষণে ওর বন্ধুরা ওকে খেয়াল করেছে। পলা ও শ্যামল একটু সরে বসার জায়গা করে দিল। গোপা জিজ্ঞাসা করল,—নাম এন্ট্রি করেছিস?

মলয় বলল,—না তো!

গোপা রিসেপশনিস্ট-এর দিকে চোখের ইঙ্গিত করতেই মলয় বুঝে গেল। ভদ্রমহিলা এখন কম্পিউটার ছেড়ে টেলিফোনে কারও সঙ্গে কথা বলছেন। মলয় সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কিছু বলার আগেই ভদ্রমহিলা কথা না থামিয়ে মলয়ের হাত থেকে ইন্টারভিউ লেটারটা টেনে নিল। সামনে রাখা কাগজটায় খসখস করে পেনসিলে মলয় মজুমদার নামটা লিখে লেটারটা মলয়ের দিকে এগিয়ে দিল।

মলয় ফিরে এসে বলল,—তোরা কখন এসেছিস?

সুকুমারই সবার আগে এসেছে। ও বলল,—আমি প্রায় মিনিটকুড়ি আগে, তারপর এক-এক করে ওরা। এখনও দশ মিনিট সময় আছে। দেখা যাক আর কে-কে আসে।

মলয় জিজ্ঞাসা করল,—ক'জনকে ডেকেছেরে? নেবে ক'জনকে?

শ্যামল বলল,—কে জানে, হয়তো নেবে একজন, ডেকেছে পনেরো বিশ।

কৃষ্ণেন্দু বলল ও গতকাল কলেজে গিয়ে আড্ডিবাবুর কাছে শুনেছে যে একজনের ভ্যাকান্সি আছে। কলেজ থেকে দশ জনের নাম পাঠিয়েছে। কোম্পানিটা ভালো, মার্কেটে ভালো রেপুটেশন আছে। তবে সব থেকে যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হল জেনুইন রিক্রুটমেন্ট হবে, বাজিয়ে নেবে।

চাপা গলায় ওরা নানান খবরাখবর আদানপ্রদান করতে লাগল। ইতিমধ্যে স্বপন এসেছে। তার মানে সবমিলিয়ে ওরা আটজন।

রিসেপশন রুমটার যেদিকে দরজা তার উলটোদিকে একটা লম্বা করিডোর চলে গেছে। করিডরের দুপাশে সম্ভবত অফিস ও ম্যানেজারদের চেম্বার। করিডরের মুখে একজন ধপধপে সাদা ইউনিফর্ম পরে টুলে বসে। সম্ভবত অফিস পিয়োন হবে। বুকের বাঁ-দিকে স্টিলের ছোট একটা প্লেটে লেখা রহমত। ঠিক দুটোর সময় রিসেপশনিস্ট ভদ্রমহিলা ডাকল,—রহমত।

রহমত উঠে আসতে ওর হাতে ক্যান্ডিডেটসদের নাম লেখা লিস্টটা দিয়ে বলল,—স্যারকে দিয়ে এসো।

রহমত লিস্টটা নিয়ে চলে গেল, একটু পরে ফিরে এসে বলল,—আপনাদের মধ্যে প্রথম কে এসেছেন?

সুকুমার বলল,—আমি।

রহমত বলল,—আপনি যান। করিডোর দিয়ে সোজা গিয়ে শেষের ডানদিকের ঘরটা।

সুকুমার চলে যেতে রহমত বলল,—আপনারা যেমন যেমন এসেছেন সেভাবে পরপর একজন ফিরলে আরেকজন চলে যাবেন।

মলয় হিসাবে করে নিল, তার মানে ছজনের পরে ও, প্রায় শেষের দিকে।

ইন্টারভিউ শুরু হতেই ওদের আলোচনা থেমে গেল। সবাই বোধহয় টেনশনে।

মলয় লম্বা শোফাটার এক কোণায় গিয়ে বসল, সামনের টেবিলে একটা ফুলদানি রাখা। তাতে একগোছা সাদা ফুল। ফুলগুলো মলয়ের অচেনা। মলয় ভাবল ফুলকে মানুষ নির্মমভাবে গাছ থেকে কেটে এনে ঘর বা অফিস সাজায়। এতে নাকি সৌন্দর্য বাড়ে, মন ভালো থাকে, কাজে উৎসাহ আসে। কিন্তু কোনও মানুষের যদি হাত বা

পা এমনভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়? তখন মানুষ তাকে দূরে রাখতেই ভালোবাসে।

এইসব ছাইপাশ না ভেবে মলয় শোফাটায় মাথা ঠেকিয়ে চোখ বন্ধ করল। কী কী প্রশ্ন আসতে পারে, তার সম্ভাব্য উত্তরগুলো একবার ঝালিয়ে নেওয়া দরকার। কিন্তু এটা একটা সমস্যা মলয়ের ক্ষেত্রে। চোখ খোলা রেখে কেউ গভীরভাবে কিছু চিন্তা করতে পারে না। আর মলয় চোখ বন্ধ করলেই মনে ভেসে ওঠে সেদিনের ঘটনাটা।

বছরদুই আগের কথা। সেদিন বি.ই. ইলেকট্রনিক্স-এর সেকেন্ড ইয়ারের রেজাল্ট বেরিয়েছে। মলয়ের রেজাল্ট ভালোই, ক্লাসে গ্রেড পয়েন্ট অনুযায়ী থার্ড পজিশন। অভিজিৎস্যার মলয়কে খুব ভালোবাসে। মলয় অভিজিৎস্যারকে রেজাল্ট দেখাতে গেল। অভিজিৎস্যার মন দিয়ে মার্কশিটটা দেখে বলল,—ভালোই হয়েছে, তবে আরও খাটতে হবে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্স ও কমিউনিকেশন থিয়োরিতে মার্কস কম উঠেছে। এ দুটোয় আরও বেশি সময় দেওয়া প্রয়োজন।

অভিজিৎস্যারের কথা ঠিকই। মলয়ও জানে আরও খাটার দরকার, তবে অভিজিৎস্যারতো জানে না, দুটো টিউশনি করে তবে নিজের পড়া করতে হয়। এবছর থেকে হয়তো আরেকটা টিউশনি বাড়াতে হবে কারণ অনেক বই কেনা দরকার। এইসব চিন্তা করতে করতে মলয় কলেজের সামনে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। এখন কিছুক্ষণ বাসের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল হয়তো। তারপর মলয়ের আর কিছু মনে নেই।

হাসপাতালে যখন জ্ঞান ফিরল, দেখল পা দুটো অসাড়। ওর ছোট ভাই ও কলেজের কিছু বন্ধুবান্ধব বেডের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। পরে মলয় জেনেছিল একটা ট্যাক্সি বেপরোয়া ভাবে বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়ানো লোকদের ওপর এসে পড়ে। ট্যাক্সির একটা চাকা চলে যায় মলয়ের ডান পায়ের ওপর দিয়ে, আরও অনেকে আহত হয়। শেষ পর্যন্ত মলয়ের ডানপাটা হাঁটুর নীচে থেকে বাদ দিতে হয়। টানা তিনমাস হাসপাতালে থেকে বাড়ি ফেরে কাঠের পা নিয়ে, ক্র্যাচে ভর করে। কিছুদিন পর থেকে অবশ্য ক্র্যাচের আর দরকার হয়নি। কাঠের পায়েই চলাফেরায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। পড়াশুনো বন্ধই হয়ে যেত, কিন্তু অভিজিৎস্যার ও আরও কয়েকজনের সাহায্যে কোনওমতে পড়াশুনো চালিয়ে যায়। থার্ড ইয়ারের রেজাল্ট ভালো হয়নি, ফোর্থ ইয়ারে মেপআপ করে নিয়েছিল। কিন্তু রেজাল্টই সম্বল। কাঠের পা নিয়ে তার শরীরটা চলছে, কিন্তু চাকরির বাজারে অচল হয়ে পড়েছে। ভেল থেকে ক্যাম্পাস ইন্টারভিউতে এসেছিল। মেরিট অনুযায়ী এক থেকে তিন ও পঞ্চম, ষষ্ঠকে সিলেক্ট করে। চতুর্থ মলয় বাদ! ইন্টারভিউ বোর্ডেই ভদ্রলোক বললেন,—সি, ইউর রেজাল্ট ইস ভেরি গুড। আওয়ার রিডিং এবাউট ইওর নলেজ অলসো ভেরি হাই, বাট আ অ্যাম সরি টু সে দ্যাট য়ু আর নট ফিজিক্যালি ফিট এনাফ। উই গিভ ম্যাক্সিমাম ওয়েটেজ অন ফিজিক্যাল ফিটনেস।

মলয় সেদিন মাথা নীচু করে ইন্টারভিউ বোর্ড থেকে বেরিয়ে এসেছিল। সে-ই প্রথম সে বুঝতে পারে মানুষের মাথা থেকে পায়ের পাতার মূল্য কিছু কম নয়। তার থেকে কম মার্কস পাওয়া বন্ধুরা পটাপট চাকরি পেয়ে গেল। কিন্তু মলয়ের বেলায় সেই একই যুক্তি রেজাল্ট ভালো, নলেজ আছে, কিন্তু...। কিন্তু! কিন্তু! কিন্তু! এই 'কিন্তু' শব্দটার ওপর মলয়ের আজ খুবই ভয়। ইন্টারভিউ বোর্ড-এ দম বন্ধ করে অপেক্ষা করে কখন 'কিন্তু' আসবে।

গোপা মাথায় একটা টোকা দিয়ে বলল,—এই মলয়, যা এবার তোর টার্ন।

মলয় ধড়ফড় করে উঠে বসল, দেখল সবাই চলে গেছে কেবল ও আর স্বপন বসে। মলয় তাড়াতাড়ি ব্যাগটা নিয়ে এগিয়ে গেল, মনে আছে করিডরের শেষ ডানদিকের ঘর। ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে দেখল দরজার ডানদিকে একটা পিতলের চকচকে প্লেটে লেখা, ড. রজত সান্যাল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর। দরজাটা একটু ফাঁক করে তোতাপাখির মতো শেখা বুলিটা আর একবার আওড়াতে হল।—মে আই কাম ইন, স্যার?

ঘরের মধ্যে একটা বিরাট টেবিল। এতবড় টেবিল মলয় কোনওদিন দ্যাখেনি। টেবিলে শুধু একটা টেলিফোন, আর কিছু নেই। পেছনের দেওয়ালে একটা ল্যামিনেটের ছবি ঝুলছে। সম্ভবত সামনে বসা ভদ্রলোকের ছবি, কোনও প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন প্রোগ্রামের। টেবিলের ওপাশে ভদ্রলোক চেয়ারে হেলান দিয়ে একটা টাইপ করা কাগজে মগ্ন। ফরসা, স্বাস্থ্যবান, বছর পঞ্চাশেক বয়স। চোখে সরু রিডিং গ্লাস। মুখ দিয়ে শুধু একটা ছোট্ট শব্দ বের হল,—বসুন।

মলয় টেবিলের এপাশে রাখা তিনটে চেয়ারের মধ্যেরটায় বসল। সামনে থেকে এখন বুঝতে পারছে ভদ্রলোকের হাতের কাগজটা আসলে মলয়ের বায়োডাটা। পড়া শেষ করে টেবিলে রেখে ভদ্রলোক মলয়ের দিকে তাকালেন, ভালোভাবে নিরীক্ষণ করে প্রশ্ন করলেন,—রেজাল্ট বেরিয়েছে তিনমাস হয়ে গেল, এখনও চাকরি পাননি কেন?

মলয় অনেক সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর মনে মনে ঠিক করে এসেছে কিন্তু তার মধ্যে এটা ছিল না। কী উত্তর দেবে বুঝে ওঠার আগেই ভদ্রলোক দ্বিতীয় প্রশ্ন করে বসলেন,—ক'টা ইন্টারভিউ দিয়েছেন?

মলয় বলল,—গোটাদশেক হবে।

—গোটাদশেক না। আই লাইক এপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্সার। আটটা? দশটা? বারোটা?

মলয় একটু চিন্তা করে বলল,—আটটা, এটা নিয়ে ন'টা হবে।

—এনি ওয়ে, কোন সাবজেক্ট-এ স্ট্রং? সেখান থেকেই প্রশ্ন করব?

মলয় বলল,—সার্কিট থিয়োরি।

এরপর ভদ্রলোক সার্কিট থিয়োরির ওপর মলয়কে গোটাপাঁচেক প্রশ্ন করলেন। মলয় ভালোভাবেই চারটের উত্তর দিল। একটার মাঝপথে আটকে যাওয়ায় ভদ্রলোক বুঝিয়ে দেন উত্তরটা কী হবে। একটা সার্কিট ড্র করে অ্যানালিসিস করে ধরিয়ে দেয় মলয় কোথায় ভুল করছে। মলয় বুঝতে পারে ভদ্রলোকের ইলেকট্রনিক্স-এর ওপর ভালো ডেপথ আছে।

সবকিছু ভালোয় ভালোয় হয়ে যাওয়ার পর মলয় অপেক্ষা করতে থাকে বিচারকের রায়ে 'কিন্তু' শব্দটা কখন আসবে। ভদ্রলোক বায়োডাটাটায় আর একবার চোখ বোলাতে বোলাতে বললেন,—আপনার রেজাল্ট ভালো, নলেজ সাফিসিয়ান্ট, কিন্তু...! ভদ্রলোক চুপ করে গেলেন।

মলয়ের মনে হল কিন্তু শব্দটা বজ্রপাতের মতো বিকট শব্দে তার মাথায় আঘাত করল। ভদ্রলোকের কয়েক মুহূর্তের নীরবতা মলয়ের কাছে কয়েক যুগ মনে হল। মলয় একটু বেশি জোরেই বলে ফেলল, কিন্তু কী?

ভদ্রলোক চোখ তুলে মলয়কে একবার দেখলেন। ভদ্রলোকের মুখটা কঠিন হয়ে গেল। বললেন,—আপনি লিখেছেন আপনার একটা পা নেই!

মলয় যা ভয় করেছিল তাই। মুখ দিয়ে আর কোনও কথা বের হল না।

ভদ্রলোকই আবার শুরু করলেন,—ধরুন যদি আপনাকে আমরা অ্যাপয়েন্ট করি তবে আপনাকে কিছু স্যাকরিফাইস করতে হবে। রাজি আছেন?

মলয় বলল,—কী রকম স্যাকরিফাইস?

—আমাদের এখানে আপনার বাইরে ঘোরাঘুরির কাজ হবে। আপনি ইফিশেন্টলি করতে পারবেন না। তাই আপনি আপনার পজিশনের আর একজনের থেকে এক গ্রেড নীচে জয়েন করবেন অর্থাৎ পজিশন এক, কিন্তু স্যালারিটাই শুধু কম হবে, ধরুন সিক্সটি পারসেন্ট। তারপর যদি দেখি ইউ আর পারফর্মিং ওয়েল, তখন না হয় বাড়িয়ে দেব।

মলয়ের মনে হল সামনে বসা লোকটার চামড়ার রংটাই শুধু সাদা, মনটা কুৎসিত কালো। প্রতি পদক্ষেপেই টাকা, মুনাফা ছাড়া কিছু বোঝে না। কিন্তু মনের কথা মুখে বলতে পারার ভাগ্য নিয়ে মলয় আসেনি। চাকরির একটা খুবই প্রয়োজন। মলয় বলল,—আমি রাজি। বিশ্বাস করুন আমার পা না থাকলেও চলাফেরায় আমার কোনও অসুবিধে হয় না। আমি কথা দিচ্ছি, আমার পজিশনের ডিমান্ড অনুযায়ী কাজ করতে পারব।

ভদ্রলোক বললেন,—ঠিক আছে। এখনও আরেকজনের ইন্টারভিউ বাকি। সবার ইন্টারভিউ হয়ে গেলে যদি দেখি ইউ আর ফিটেস্ট, তবে দিনপনেরোর মধ্যে কুরিয়ারে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাবেন। আর চিঠি না পেলে খোঁজ করার কোনও দরকার নেই।

মলয় ধন্যবাদ জানিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। দেখল স্বপন বসে আছে। স্বপনকে বলল,—যা এবার তোর পালা।

পনেরো দিন মলয়ের কাছে পনেরো বছর মনে হচ্ছে। ইতিমধ্যে দশদিন পার হয়ে গেছে কোনও খবরাখবর নেই। মনের উৎকণ্ঠা প্রতিদিন বেড়ে যাচ্ছে। একটাই সান্ত্বনা যে এই প্রথম সে ইন্টরভিউ বোর্ডেই আউটরাইট রিজেক্টেড হয়নি। একটা আশার আলো টিমটিম করে হলেও জ্বলে আছে।

দুপুরবেলায় খাটে শুয়ে নানারকম চিন্তা করতে-করতে চোখ পড়ল ঘরের কোণায় রাখা কৃত্রিম পা-টার দিকে। ওই কৃত্রিম পা-টার ওপর মলয়ের ভালোবাসাও আছে আবার রাগও অনেক। ভালোবাসো এই কারণে যে ওটার জন্য মলয় হেঁটে চলে বেড়াতে পারে, থিওরিটিক্যালি ডিসঅ্যাবল হয়েও ডিসঅ্যাবল না। আবার রাগও হয় এই মনে করে যে ওই পা-টাই মলয়ের চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে উঠেছে। যদিও ও জানে পা-টার কোনও দোষ নেই, ও তো মলয়ের সবথেকে বড় বন্ধু। পায়ের জুটোটার দিকে চোখ পড়তে মলয়ের হাসি পেল। দেখতে অন্য পাঁচটা জুতোর মতো হলেও ওটা পায়ের সঙ্গে চিরকালের মতো আঠা দিয়ে সাঁটা। হঠাৎ বাইরে থেকে কে একজন ডাকল,—মলয় মজুমদার বাড়িতে আছেন?

মলয়ের বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। লাফিয়ে উঠে দেওয়াল ধরে-ধরে বাইরে থেকে দেখল একজন হাতে একগোছা চিঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বলল,—আপনার নাম মলয় মজুমদার? উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলল,—এখানে একটা সই করুন।

কেন সই করবে সেটা জানার ইচ্ছা বা সময় কোনওটাই মলয়ের নেই। তাড়াতাড়ি সই করে দিতে লোকটি মলয়ের হাতে একটা চিঠি দিয়ে চলে গেল। মলয় দেখল খামের ওপর টেকনো মার্ট কোম্পানির লোগো। তাড়াতাড়ি খাম খুলে খুশিতে মলয়ের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার, জীবনের প্রথম অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার! চিঠিটা তিনবার, চারবার পড়ে ফেলল। নিশ্চয়ই কম্পিউটারে প্রিন্ট করা। মলয় মজুমদার নামটা বোল্ড লেটারে জ্বলজ্বল করছে। ঠিক যেন ছাপানো। আসছে ষোলো তারিখ, অর্থাৎ পরশু জয়েন করতে হবে।

সবথেকে ভালো জামাপ্যান্টটা মলয় আগে থেকেই কেচে ইস্তিরি করে রেখেছিল। ষোলো তারিখ সকাল সকাল বেরিয়ে গেল। সকাল ন'টায় জয়েন করতে হবে। মলয় ঠিক করল আটটার মধ্যে পৌঁছে যাবে, তারপর এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে ঠিক ন'টা বাজতে পাঁচে গিয়ে ঢুকবে যাতে কোনওমতেই লেট না হয়। সেইমতো মলয় অফিসে পৌঁছে দেখল, রিসেপসনিস্ট ভদ্রমহিলা ইতিমধ্যে এসে পড়েছেন! একইরকম ভাবে কম্পিউটারে, ফোনে ব্যস্ত। মলয় অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা গিয়ে দিতেই ভদ্রমহিলা একবার চোখ বুলিয়ে মিষ্টি হেসে বলল,—ওয়েলকাম! মলয়, আই উইশ য়ু এ ভেরি সাক্সেসফুল সার্ভিস কেরিয়ার!

মলয় প্রত্যুত্তরে বলল,—থ্যাঙ্ক ইউ, ম্যাম।

ভদ্রমহিলা বললেন,—মলয় তুমি আমাকে পায়েল বলে মেনশন করবে। আমাদের এখানে নাম ধরে ডাকাটাই চল, বি কেয়ার ফুল দাদা-দিদি কিন্তু একদম চলে না।

মলয়ের খুব ইন্টারেস্টিং লাগল, বলল,—কিন্তু যারা বয়স্ক!

ভদ্রমহিলা বললেন,—উই আর অল কলিগস। এখানে কেউ বয়স্ক, কেউ ছোট না। তবে ডিরেক্টর লেভেলের লোকদের স্যার বলে সম্বোধন করতে পারো বা একটা মিস্টার-ডক্টর লাগাবে। যাই হোক ডক্টর সান্যাল আমাকে তোমার কথা বলে রেখেছেন। তুমি ওনার চেম্বারে চলে যাও। আমি টেলিফোনে বলে দিচ্ছি। কোনটা জানো তো?

মলয় বলল,—সোজা গিয়ে শেষে ডানদিকে।

—দ্যাটস রাইট। ইন্টেলিজেন্ট বয়। বলে হাসলেন।

মলয় রজত সান্যালের অনুমতি নিয়ে সামনে চেয়ারটায় বসল। ভদ্রলোক ড্রয়ার থেকে মলয়ের বায়োডাটাটা বের করে বললেন,—এটায় কিছু কারেকশান করা আছে। আমার ঘরের উলটোদিকে যে কিউবিক্যালস আছে ওখানে সেক্রেটারি সুনিতা বসে। এটা নিয়ে সুনিতার কাছে যান। সুনিতা উইল গাইড ইউ উইথ থ্রি বেসিক থিংস। এক, ও এই সি.ভি.টা রি টাইপ করে দেবে। সঙ্গে কিছু রেলিভেন্ট ইনফরমেশন যা এতে নেই, সেগুলো শুনে নেবে। দুই, সি উইল গিভ ইউ এইচ আর পলিসি। তিন, সি উইল টাইপ ইউর জয়নিং লেটার টু। এগুলি সব করে আপনি এখানে ফিরে আসুন। আই হ্যাভ টু ব্রিফ ইউ সামথিং।

সুনিতার কাছে যেতে যেতে মলয় খেয়াল করল তার বায়োডাটার কয়েকটা লাইন লাল কালিতে কাটা, যেমন—'রিলিজন', 'ফিজিক্যাল ডিসঅ্যাবিলিটি'। শেষ লাইনে 'আই বেগ ইউর কাইন্ড কনসিডারেশন' কেটে করা 'আই লুক ফরওয়ার্ড' ইত্যাদি। সুনিতার কাছ থেকে মলয় একইরকম আপ্যায়ন পেল যেমন পেয়েছে পায়েলের কাছ থেকে। মলয় অবাক হয়ে যাচ্ছে কাউকেই কিছু বলতে হচ্ছে না, সবাই আগে থেকেই তৈরি। সুনিতা মলয়ের হাতে একটা ফাইল দিয়ে বলল,—দিস ইস ইওর প্রপার্টি। এর মধ্যে জব-রিস্পনসিবিলিটি, এইচ আর পলিসি এগুলো সবই দেওয়া আছে। আপনি একবার চোখ বুলিয়ে নিন। সেই ফাঁকে আমি জয়নিং লেটারটা টাইপ করে নিই।

কাগজপত্র নিয়ে মলয় ফিরে গেল ডঃ স্যানালের চেম্বারে। ডঃ সান্যাল ওয়েলকাম বলে বসতে বললেন। প্রশ্ন করলেন,—হোয়াট ইজ ইওর ফিলিং নাও?

মলয় বলল,—গ্রেট স্যার। থ্যাং ইউ।

—আই ডোন্ট ডিসার্ভ এনি স্পেশাল থ্যাংস। আপনি চাকরিটা পেয়েছেন অন ইওর অ্যাবিলিটি?

—স্যার, আপনি আমাকে আপনি না বলে তুমি বললেই খুশি হব।

—দ্যাটস ট্রু। নো মোর ইউ আর এ আননোন পারসন টু মি। ডঃ রজত সান্যাল একটু থেমে আবার শুরু করলেন,—তোমার ইন্টারভিউতে আমি খুবই খুশি হয়েছিলাম। ইউ রিয়েলি নো দ্যা সাবজেক্ট। ইউ পারফর্মড বেস্ট ইন দ্যাট গ্রুপ। উই অলওয়েজ গিভ চান্স টু বেস্ট, নেভার রিক্রুট সেকেন্ড ওয়ান। কিন্তু একটা ব্যাপারে তুমি প্রায় রিজেক্ট হতে বসেছিলে। সেটা হল তোমার রিডিউস স্যালারি অ্যাকসেপ্ট করে নেওয়া। বাই দ্যা বাই ওটা ইন্টারভিউ-এর একটা পার্ট ছিল, ইন রিয়ালিটি উই ডোন্ট ডু ইট। পরে চিন্তা করে দেখলাম ভালো রেজাল্ট করা সত্ত্বেও আটটা ইন্টারভিউতে ফেলিওর নিশ্চয়ই তোমার পায়ের কারণে। সে ক্ষেত্রে কনফিডেন্স ধরে রাখাটা একজন ফ্রেসারের পক্ষে সত্যিই কঠিন। আর একটা ব্যাপার, হোয়াট ইউ রাইট ডিসঅ্যাবিলিটি ইন ইওর সি-ভি, ইজ ইট রিয়েলি শেডিং ইওর অ্যাবিলিটি? এভারেস্ট জয় থেকে শুরু করে এমন কোনও কাজ নেই যা সো কলড ডিসঅ্যাবলরা করেনি।

—স্যার, আই ওয়ান্টেড টু বি অনেস্ট।

—ইট ইস নো ওয়ে রিলেটেড টু ইওর অনেস্টি, কোনও একজনের গ্যাসট্রিক আলসর থাকলে সে কি সি-ভি-তে লেখে? বা স্মোকিং হ্যাবিট, হাই ব্লাডপ্রেসার, সুগার। লেখে না তো? দ্যা মোস্ট ইমপর্ট্যান্ট ফ্যাকটর বিহাইন্ড দা পারফরম্যান্স অফ এ ম্যান ইজ হিজ অ্যাটিটিউড অ্যান্ড নাথিং ইজ মোর ইম্পরট্যান্ট দ্যান পারফরম্যান্স।

মলয় মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে রইল। ডঃ সান্যাল মলয়কে বললেন,—নাও ইউ মে গো টু মিট মিঃ দীপক নন্দী। ইওর বস, জাস্ট রিটার্নড ফ্রম জার্মানি আপটার অ্যা মান্থলং টুর। হি উইল গাইড ফর দ্যা নেক্ট।

এতদিন, এতক্ষণ ডঃ সান্যালকে বসে থাকতেই দেখেছে মলয়। ভদ্রলোক এবার উঠে দাঁড়ালেন। কয়েক পা এগিয়ে টেবিলের প্রান্তে আসলেন মলয়ের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করতে। ওনার হাঁটার ভঙ্গিতে মলয় চমকে উঠল।